জনসংযোগ অফিস
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ৭৭৯১০৪৫-৫১

Public Relations Office
Jahangirnagar University
Savar Dhaka Bangladesh
Phone: +88027791045-51

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম-এর দ্বিতীয় মেয়াদে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ০২ মার্চ ২০১৮।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম আজ দ্বিতীয় মেয়াদে উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে আয়োজিত যোগদান অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আমির হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ মনজুরুল হক, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, হল প্রাধ্যক্ষ, বিভাগীয় সভাপতি, অফিস প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তা, কর্মচারি, ছাত্র-ছাত্রী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। যোগদান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক।

এরআগে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জিনাত রেহানা স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামকে পুনরায় চার বছরের জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগের আদেশ জারি করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৭৩ এর ১১(১) ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর দ্বিতীয় মেয়াদে চার বছরের জন্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামকে ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছেন বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়। প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়, ''এ নিয়োগ আদেশ তাঁর পূর্বের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।'' (প্রজ্ঞাপনের কপি সংযুক্ত)

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত বিশেষ সিনেট অধিবেশনে সিনেট কর্তৃক তিন জনের উপাচার্য প্যানেল মনোনয়নে 'প্রথম' হয়েছিলেন। অত:পর ২০১৪ সালের ০২ মার্চ তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর কর্তৃক চার বছরের জন্য উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে উপাচার্যকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। জবাবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম তাঁর ভাষণে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপাচার্য বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় তিনি পুনরায় উপাচার্যের কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। এটি বিগত চার বছরে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার স্বীকৃতি। উপাচার্য তাঁর ভাষণে আরও বলেন, ''আমি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সবাইকে সাথে নিয়ে একযোগে কাজ করেছি। সকলের সম্মিলিত

প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। বিশ্ববিদ্যালয় হলো মুক্তবুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চার তীর্থস্থান। আমার প্রশাসন ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই, আমার প্রশাসন দল-মত নির্বিশেষে সকলের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেছে। এতদসত্ত্বেও বিগত সময়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমি দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব লাভ করায় ভুলত্রুটি সংশোধন করে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও এগিয়ে নেয়ার সুযোগ লাভ করেছি। আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বে 'মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি। আমার এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার, প্রশাসন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করি।'' উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ শেষে অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ এবং ধানমন্ডিতে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামের জীবনী

অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম ১৯৫৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঢাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার আরশি নগর গ্রাম। তিনি ১৯৭৩ সালে ধানমণ্ডি সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এস এস সি, ১৯৭৫ সালে বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এইচ এস সি পাশ করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে বি এস এস (সম্মান) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, ১৯৮০ সালে এম এস এস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। তিনি ২০০১ সালে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডি.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। অধ্যাপক ড. ফারজানা ১৯৮২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ২০০৬ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম দেশ বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জার্নালে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা রয়েছে। তিনি মানবাধিকার বিষয়ক বেসরকারী সংস্থা 'নাগরিক উদ্যোগ' এর চেয়ারপারসন হিসেবে কাজ করছেন। তিনি নগর গবেষণা কেন্দ্রের আজীবন সদস্য ও এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ এর সদস্য। তিনি স্টামফোর্ড ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। ইতোপূর্বে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী একজন প্রগতিশীল শিক্ষক।

পরিচালক
জনসংযোগ অফিস